দৈনিক ইনকিলাব

213

তারিখ 27 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

১২ই আষাঢ় ১৩৯৪

দু'দল ছাত্রের মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধঃ ভিসি ঘেরাওঃ সকল পরীক্ষা স্থগিত
ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ

অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের আজ সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ থেকে ১৯৮২-৮৩ সেশনের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল।

গত বৃহস্পতিবার রাতে ও গতকাল দুপুরে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও ছাত্র লীগ (মু-না) কর্মীদের মারাত্মক মারণাস্ত্র নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট গতকাল বিকেলে এক জরুরী সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এদিকে রাত পৌনে ১২টার সময় ২২টি সংগঠনের ছাত্ররা সিদ্ধান্ত বদলানোর দাবীতে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান ও সিণ্ডিকেট সদস্যদের তাঁর বাসভবনে ঘেরাও করে রাখে।

সূর্যসেন ও মহসীন হলে ছাত্র দল ও ছাত্র লীগ কর্মীদের সিট দখল নিয়ে পূর্ব রাত ও গতকাল দুপুরের সম্মুখসমরে মোট ৫ জন আহত ও ৫টি মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আহতদের ৪ জন ছাত্র লীগ কর্মী বলে জানা গেছে। নিরাপত্তার কারণে তারা প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন বলেও জানা গেছে।

ওয়াকিবহাল মহল এ সংঘর্ষকে গত ৭ জুনের ঘটনার প্রতিশোধ বলে মন্তব্য করেছেন। ৭ জুনের ঘটনায় মহসীন ও সূর্যসেন হল থেকে ছাত্র লীগ (মু-না) কর্মীরা এক সংঘর্ষে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কর্মীদের বের করে দিয়েছিল। পরে সমঝোতার ভিত্তিতে ছাত্র দল হলে ফিরে আসে।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটায় সূর্যসেন হলের একটি কক্ষের দখল নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্র লীগ (মু-না) সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল মহসীন হল থেকে একটি মিছিল বের করে। এ সময় বেশ কিছু গুলী ও বোমার শব্দ হয়। মিছিলটি সূর্যসেন হলের গেটের সমানে এসে ওখানে বসা ছাত্র লীগ (মু-না) কর্মীদের প্রতি গুলী ছোঁড়া শুরু করে। ফলে ছাত্র লীগ (মু-না) কর্মীরা এ হল থেকে পালিয়ে যায়। ছাত্র দল

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ডেটলাইন ময়মনসিংহ

সঙ্কটের আবর্তে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

।। জাকারিয়া কাজল ।।

ময়মনসিংহ, ২৬ জুন।— প্রয়োজনীয় ওষুধ ও উপকরণের অভাব এবং অব্যবস্থার কারণে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তীব্র সংকট বিরাজ করছে। এদিকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারীতার ফলে একদিকে যেমন হাসপাতাল স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিচ্ছন্ন রাখা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন বিভাগে কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৬২ সালে ৬০ একর জমির উপর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। এ হাসপাতালের বেড সংখ্যা ৫শ'। আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা ময়মনসিংহের এ হাসপাতালটিতে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

১২ই আষাঢ় ১৩৯৪

ডেটলাইন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাওয়া গেছে। বর্তমানে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হাসপাতালের ডাক্তারদের কোন আদেশও মানতে চায় না বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সমিতির কর্মকর্তারা কোনদিনই তাদের নির্দিষ্ট কাজে উপস্থিত থাকছে না। হাসপাতালের ৩টি গেটে ১৮ জন দারোয়ান কর্মরত থাকার কথা থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। হাসপাতালের গেটে প্রায়শঃই কোন দারোয়ান না থাকায় হাসপাতালের অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অনাগোনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া হাসপাতালের করিডোরে গরু-ছাগলের অবাধ চারণও চোখে পড়ে। হাসপাতাল চত্বরের ভেতরে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্যান্টিন রয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে ডাক্তার ও প্রশাসনিক কর্তকর্তাদের কথা কাটাকাটি এ হাসপাতালের স্বাভাবিক ঘটনা বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন।

বহির্বিভাগ সমাচার

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, বহির্বিভাগের রোগীদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ব্যবস্থাপত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা রোগীদের হাসপাতালে চিকিৎসা না করে নিজেদের চেম্বারে বা ক্লিনিকে যেতে পরামর্শ দেন।

বহির্বিভাগের রোগীদের কাছ থেকে জোর করে "দরিদ্র্য ফাণ্ড"-এর চাঁদা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সক্ষম রোগীদের কাছে এ চাঁদা চাওয়া উচিত। এ চাঁদাদাতা কর্তৃপক্ষ তালাবদ্ধ বাক্সে ফেলার নিয়ম থাকলেও এক শ্রেণীর কর্মচারীরা বহির্বিভাগে আগত প্রতিটি রোগীর কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করে নিজেরাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন। হাসপাতাল প্রশাসনের চোখের সামনে দীর্ঘদিন ধরে এ ঘটনা ঘটলেও অজ্ঞাত কারণে প্রশাসন নীরব, ভূমিকা পালন করছেন।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমর্থকরা সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে ৩১২, ১০৮ ও ৩১৭ নং কক্ষের ভাংগচুর ও বইখাতা, বিছানাপত্র বিনষ্ট করে। এরপর তারা মহসীন হলে ফিরে আসে। এ হলেরও ২৬৯, ২৬৫, ২৬৭, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৬২, ৩৬৫, ৪০২, ৪০৫, ৪০৯, ৪১৩, ৪১৯, ২৬১ ও ৩১৪ নং কক্ষ ভাংগচুর ও বই-পুস্তক, বিছানাপত্র ধ্বংস করে। ফলে এ হলের ছাত্র লীগ কর্মীরাও পালিয়ে যায়। রাত ১টা পর্যন্ত এ হাঙ্গামা চলে। এ সময় সূর্যসেন ও মহসীন হলের সামনে ৩টি মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সূর্যসেন ও মহসীন হল থেকে তাড়া খেয়ে ছাত্র লীগ (মু-না) কর্মীরা ভিসি'র বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেয়। এ সময় ভিসি ও শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররা হলে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করার দাবী জানায়। আশ্রিত ছাত্র লীগ কর্মীরা ভিসি'র বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করে।

সকালে ১১টার দিকে রাতের ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশ পরিষদের সভা শুরু হয়। সভা চলাকালে দুপুর সোয়া বারোটায় আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। সূর্যসেন হল গেটেরে সামনে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও ভিসি'র বাড়ীর সামনে ছাত্র লীগ (মু-না) কর্মীরা অবস্থান নিয়ে পরস্পর অসংখ্য গুলী বিনিময় করতে থাকে। এ সংঘর্ষ দুপুর পৌনে একটা পর্যন্ত চলে। এ সময় বিবদমান দু'দলের একটি দলকে এলএমজি, কাটা রাইফেল, স্টেনগান, রিভলবার ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে বলে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান। ছাত্র লীগ কর্মীরা সংঘর্ষে টিকতে না পেরে এস, এম, হলের দিকে চলে যায়। ছাত্র দল কর্মীরা এ সময় টি, এস, সি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দুপুর ১টার দিকে ছাত্র লীগের মনসুর ও আফতাব নামে দু'জন কর্মী একটি মোটর সাইকেলযোগে ভিসি'র বাড়ীর কাছে আসলে ছাত্র দল কর্মীরা তাদের বেদম প্রহার ও একজনকে ছুরিকাঘাত করে বলে জানা গেছে। তাদের মোটর সাইকেলটিও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সংঘর্ষ চলাকালে প্রশাসনিক ভবনের সামনে আরও একটি মোটর সাইকেলও জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

সোঁয়া বারোটায় সংঘর্ষ শুরু হওয়ার প্রায় ১ ঘন্টা পর পুলিশ এসে ভিসি'র বাড়ীর সামনে অবস্থান নেয়। কিন্তু সোয়া ৩টার দিকে তারা আবার চলে যায়।

দুপুরে সংঘর্ষ শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশ পরিষদের সভা স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং বিকেল ৪টায় সিণ্ডিকেটের জরুরী সভা আহবান করা হয়।

এদিকে ছাত্রলীগ (মু-না) নেতৃবৃন্দ বিকেলে তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তারা বলেন, একটি বিশেষ মহলের মদদপুষ্ট কতিপয় বহিরাগত ও ছাত্র নামধারী সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী এ হামলার-জন্য দায়ী। তারা বলেন, ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার প্রতিবাদে ২২টি ছাত্র সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে। নেতৃবৃন্দ এ হামলার প্রত্যক্ষ পরিচালক চালক আখ্যা দিয়ে সানাউল হক নীরু (মুহসীন হল), রতন (মু-হল), অভি (মু-হল), মালেক (মু-হল), শফিক (মু-হল), বজলুর রহমান শহীদ (সূর্যসেন হল), মাহবুব (সূ-হল)সহ জড়িত অন্যদের অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবী জানান।

তারা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্যাম্পাসে কোন অস্ত্রধারীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানান। সংঘর্ষে বুলেটবিদ্ধ হয়ে তাদের দু'জন কর্মী আহত হয়েছে বলে জানান।

এদিকে বিকেলে জাতীয়বাদী ছাত্র দল ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষার দাবীতে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। মিছিলটি রোকেয়া হলের সামনে আসলে ২ রাউণ্ড গুলীর শব্দ শুনা যায়।